রাজনৈতিক রূপক উপন্যাসিকা

জেনেটিক চুলকানি

ক্ষমতার মোহ, ফ্যাসিবাদ ও এক স্বৈরাচারের লজ্জাজনক পতন

❖ ❖ ❖

গ্রন্থনায়

মোঃ আনিসুর রহমান

এমএসএস (মাস্টার্স অব সোশ্যাল সায়েন্স)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

রাজনৈতিক রূপক আখ্যান

জেনেটিক চুলকানি

একটি একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন থেকে ৫ই আগস্টের মহাবিপ্লব

❖

লেখক

মোঃ আনিসুর রহমান

এমএসএস (মাস্টার্স অব সোশ্যাল সায়েন্স)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © লেখক কর্তৃক

একটি একান্নবর্তী পরিবারের রূপকে রচিত সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার ঐতিহাসিক দলিল

লেখকের আরজ ও প্রারম্ভিক কথন

> "ইতিহাসের পাতায় কোনো স্বৈরাচারই চিরস্থায়ী হয়নি। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে যে শাসক নিজের পরিবার ও জনগণকে পদদলিত করেছে, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তাকে জনতার গণজোয়ারের মুখেই চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।"

সমাজ ও রাজনীতির গভীর গতিপ্রকৃতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা একজন সমাজবিজ্ঞানীর অন্যতম দায়িত্ব। ক্ষমতার অন্ধ ক্ষুধা, বিদেশি তোষণ এবং শেষ পর্যন্ত জনতার ঐতিহাসিক জাগরণকে নিখাদ পারিবারিক রূপকের কাঠামোয় তুলে ধরার লক্ষ্য থেকেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

এখানে কোনো ভৌগোলিক স্থান বা বাইরের দেশের সরাসরি নাম ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ কাহিনীকে একটি একান্নবর্তী পরিবার ও তার প্রতিবেশী সম্পর্কের আয়নায় তুলে ধরা হয়েছে। গেদু মিয়ার স্বৈরমনোভাব, মদন দাসের চক্রান্ত, ফেদুর দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন এবং সর্বশেষ ৫ই আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে পরিবারের সদস্য ও ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক বিজয়—সবকিছুই একটি সাহিত্যিক পরিক্রমায় বিধৃত হয়েছে।

আশা করি, সুধী পাঠক এই রূপক কাহিনীর পরতে পরতে আমাদের অতি পরিচিত সমকালীন ইতিহাসের গভীর সত্যকে স্পর্শ করতে পারবেন।

— মোঃ আনিসুর রহমান

এমএসএস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায় ০১ : সম্প্রীতির আঙিনা ও বিভেদের বীজ

অধ্যায় ০২ : প্রাচুর্যের মোহ ও একনায়কতন্ত্রের কালরাত্রি

অধ্যায় ০৩ : অরাজকতার ঘোর ও খাকি পোশাকে শৃঙ্খলার সন্ধান

অধ্যায় ০৪ : বিলাসিতার মসনদ ও রাজপথের দ্রোহ

অধ্যায় ০৫ : সহানুভূতির সুযোগ ও ক্ষমতার রশি টানাটানি

অধ্যায় ০৬ : তৃতীয় পক্ষের ছায়া ও পেছনের দরজার ষড়যন্ত্র

অধ্যায় ০৭ : কর্তৃত্ববাদের পূর্ণগ্রাস ও ‘জেনেটিক চুলকানি’

অধ্যায় ০৮ : রক্তে ভেজা জুলাই ও জাগ্রত ছাত্র-জনতা

অধ্যায় ০৯ : ৫ই আগস্ট: মহাবিপ্লব ও লজ্জাজনক পলায়ন

উপসংহার : ইতিহাসের চরম শিক্ষা ও মুক্তির নবপ্রভাত

প্রথম অধ্যায়

সম্প্রীতির আঙিনা ও বিভেদের বীজ

❖

সে বহুকাল আগের কথা। সুবিশাল সবুজ প্রান্তর আর নদীর কলতানে ঘেরা এক বিস্তৃত যৌথ আঙিনায় বাস করত এক পরিবার। সেই পরিবারের দুই সহোদর ভাই—বড় ভাই ভাদু মিয়া এবং ছোট ভাই গেদু মিয়া। ভাদু মিয়া স্বভাবসুলভভাবেই ছিলেন শান্ত, গম্ভীর এবং পরিবারের সুরক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল। অন্যদিকে গেদু মিয়া ছিলেন কিছুটা ভাবুক, অস্থিরচিত্ত এবং নানা সামাজিক কাজে মেতে থাকতে পছন্দ করতেন। পারিবারিক উঠোনে খেলাধুলা, আড্ডা কিংবা সকলের প্রয়োজনে ছুটে যাওয়াতেই ছিল তাঁর আনন্দ।

পারিবারিক এই সম্প্রীতির দিনে হঠাৎ এক কালো ছায়ার আবির্ভাব ঘটল। পরিবারের সীমানার ঠিক মধ্যবর্তী জমিতে বাস করত এক নতুন প্রতিবেশী—যার নাম মদন দাস। মদন দাস স্বভাবগতভাবেই ছিল চতুর, লোভী এবং পরশ্রীকাতর। দুই ভাইয়ের ঐক্যবদ্ধ সংসার ছিল তার চোখের কাঁটা। সে ভালো করেই জানত, ভাদু আর গেদু যতক্ষণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থাকবে, ততক্ষণ এই উঠোনে তার কোনো আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব নয়।

মদন দাস সুযোগের সন্ধানে ছিল। সে লক্ষ্য করল, গেদু মিয়া স্তুতিবাক্য পছন্দ করেন এবং দ্রুত প্রভাবিত হন। ফলে মদন দাস গেদুর সাথে সখ্যতা বাড়াতে শুরু করল। কথায় কথায় গেদুর কানে বিষ ঢালতে লাগল—"গেদু ভাই, তুমি এত খেটে মরো, অথচ সব সম্মান আর কর্তৃত্বের ভাগ ভাদু ভাই নিয়ে নিচ্ছে! তোমার বাবার রেখে যাওয়া সম্পদের আসল ভাগ তো তুমি পাচ্ছই না।"

> "যে সংসারে নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব থাকে, সেখানে বাইরের শত্রু প্রবেশ করতে পারে না; কিন্তু যখন নিজের ভাই শত্রুর প্ররোচনায় কান দেয়, তখন পরিবারের প্রাচীর ভেতর থেকেই ভেঙে পড়ে।"

ধীরে ধীরে গেদু মিয়ার আচরণে চরম পরিবর্তন আসতে শুরু করল। যে প্রতিবেশী অতীতে তাদের পরম সুহৃদ ছিল, তাকে গেদু কারণে-অকারণে অপমান করতে লাগলেন। অন্যদিকে মদন দাসের বৈঠকখানায় গেদুর ওঠাবসা দিন দিন বাড়তে লাগল। বড় ভাই ভাদু মিয়ার সততাকে গেদু সন্দেহ করতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত মদনের সুদূরপ্রসারী কূটচক্রান্তে পা দিয়ে গেদু মিয়া একান্নবর্তী সংসার ভেঙে আলাদা হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচুর্যের মোহ ও একনায়কতন্ত্রের কালরাত্রি

❖

সংসার আলাদা হওয়ার পর মদন দাসের পোয়া বারো। সে যা চেয়েছিল ঠিক তাই ঘটল। ভাদু মিয়াকে একঘরে করে সে গেদুর অংশের উপর নিজের অনানুষ্ঠানিক প্রভাব বিস্তার করল। গেদু মিয়া ভেবেছিলেন আলাদা হলেই বুঝি তাঁর অংশে প্রাচুর্যের জোয়ার বইবে। কিন্তু বাস্তব বড় নির্মম। যে গেদু ভাই একসময় ভাদুর সাথে এক পাতে পোলাও-কোর্মা খেতেন, এখন তাঁর সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরনোর দশা। মদন দাস সহায়তার নামে গেদুর বাপ-দাদার মূল্যবান সম্পদ রাতের আঁধারে হাতিয়ে নিতে লাগল এবং কৌশলে তার দায় চাপিয়ে দিতে লাগল ভাদু মিয়ার ওপর।

অর্থনৈতিক দৈন্যদশার মধ্যেও গেদু মিয়ার মন থেকে ক্ষমতার মোহ বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং তিনি নিজের পরিবারের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাইলেন। পরিবারের তরুণ সদস্যরা যখন বড় হয়ে উঠল এবং সংসারে সবার অংশীদারিত্ব ও সিদ্ধান্তের অধিকার দাবি করল, গেদু মিয়া তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি এক ঘোষণায় জানিয়ে দিলেন—"এই সংসারে আমার কথাই শেষ কথা। আমার হুকুম ছাড়া এখানে কোনো পাতা নড়বে না!"

ক্ষমতার এই একনায়কতান্ত্রিক লোভ গেদু মিয়াকে অন্ধ করে দিয়েছিল। পরিবারের ভেতরে তিনি কোনো বিরুদ্ধমত সহ্য করতেন না। ভিন্নমত পোষণকারীদের ওপর চলত কঠোর নজরদারি ও নিপীড়ন। কিন্তু চরম কর্তৃত্ববাদ সবসময়ই চরম প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। পরিবারের কিছু উগ্র সদস্য গোপনে গেদুর এই একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধের ছক কষতে থাকে।

> "ক্ষমতার অন্ধ অহংকার মানুষকে বাস্তবতাবিবর্জিত করে তোলে। যখন একজন অভিভাবক নিজেকে গোটা পরিবারের চেয়েও বড় ভাবতে শুরু করেন, তখনই তাঁর পতনের বীজ অঙ্কুরিত হয়।"

এক কালরাত্রিতে ঘটে গেল পরিবারের ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ট্র্যাজেডি। একদল উগ্র সদস্য রাতের আঁধারে আক্রমণ চালিয়ে গেদু মিয়াকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করল। সেই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ থেকে নিষ্পাপ শিশুটিও রেহাই পেল না। ভাগ্যক্রমে সে সময় দূরবর্তী এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকায় প্রাণে বেঁচে গেল গেদুর দুই কন্যা—ফেদু এবং রেদু। বাবার এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে তারা ভয়ে ও শোকে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

তৃতীয় অধ্যায়

অরাজকতার ঘোর ও খাকি পোশাকে শৃঙ্খলার সন্ধান

❖

গেদু মিয়ার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর গোটা পরিবারে চরম নেতৃত্বশূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সংসারের আইনি ও আর্থিক দিক সামলানোর দায়িত্ব নিলেন পরিবারেরই পুরনো এক আইনজীবী। কিন্তু সেই আইনজীবী মাত্র কয়েক মাস কোনোমতে টিকে থাকতে পারলেন। তাঁর দ্বিচারিতা ও অদূরদর্শিতার কারণে পরিবারে গভীর সংকটের সৃষ্টি হলো।

এমন এক চরম অরাজক পরিস্থিতিতে পরিবারের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এগিয়ে এলেন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক দৃঢ়চেতা কর্মকর্তা—মিঃ জিআর। তিনি কঠিন হাতে পরিবারের ভাঙন ঠেকিয়ে দিলেন। তিনি দেখলেন, পরিবারকে বাঁচাতে হলে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তিনি সবাইকে সাথে নিয়ে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করলেন, সংসারের উৎপাদনে জোর দিলেন এবং স্বাবলম্বী হওয়ার ডাক দিলেন।

মিঃ জিআর কেবল শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেননি, তিনি উদারতার পরিচয় দিয়ে পিতৃহারা দুই বোন—ফেদু ও রেদুকে পরিবারের আঙিনায় নিরাপদে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেন এবং পরিবার পরিচালনায় সবার মতামতের গণতান্ত্রিক সুযোগ তৈরি করলেন। তিনি চেয়েছিলেন পরিবারটি যেন কোনো একক ব্যক্তির ইচ্ছায় নয়, বরং নিয়মতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ইতিহাসের বাঁক: মিঃ জিআর-এর এই তুমুল গ্রহণযোগ্যতা অনেকের চোখেই ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে প্রতিবেশী মদন দাস দেখল, পরিবারটি যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার আধিপত্য চিরতরে খর্ব হয়ে যাবে।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, বেশিদিন এই শান্তি স্থায়ী হলো না। কিছু উচ্চাভিলাষী নিরাপত্তা রক্ষীর চক্রান্তে এক ভোরে নিহত হলেন জনপ্রিয় মিঃ জিআর। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারে আবারও শোকের ছায়া নেমে এলো এবং শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো।

চতুর্থ অধ্যায়

বিলাসিতার মসনদ ও রাজপথের দ্রোহ

❖

মিঃ জিআর-এর হত্যাকাণ্ডের সুযোগ নিয়ে কর্তৃত্বের মসনদে বসলেন আরেক নিরাপত্তা কর্মকর্তা—মিঃ জিএ। এই ব্যক্তি ছিলেন স্বভাবজাতভাবেই ভোগবিলাসী, চাটুকারপ্রিয় এবং স্বৈরাচারী। তিনি পরিবারের মৌলিক উন্নতির চেয়ে নিজের আভিজাত্য, স্ত্রীর চোখ ধাঁধানো পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা আর রাজকীয় উৎসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করতেন। মুখে আদর্শের কথা বললেও কাজে ছিল ভণ্ডামি আর দুর্নীতির ছড়াছড়ি।

জিএ-এর স্বৈরাচারী শাসনে পরিবারের সদস্যরা দমবন্ধ পরিস্থিতিতে পড়ল। পরিবারের সম্পদ অপচয় হতে লাগল এবং সাধারণ সদস্যদের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হলো। ঠিক এই সময়ে ভয় কাটিয়ে ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠলেন গেদু মিয়ার কন্যা ফেদু। পিতার করুণ ইতিহাস এবং জিএ-এর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি পরিবারের সদস্যদের আবেগ কাজে লাগাতে শুরু করলেন।

ফেদু অত্যন্ত চতুরতার সাথে জিএ-এর বিলাসবহুল জীবন ও স্বৈরাচারের খতিয়ান তুলে ধরে পরিবারের তরুণদের সংগঠিত করতে লাগলেন। অন্যদিকে পরিবারের আরেক শ্রদ্ধেয় সদস্য—স্বামীহারা ফেলানিও রাজপথে জিএ-এর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম শুরু করলেন। সর্বস্তরের সদস্যের তীব্র আন্দোলনের মুখে অবশেষে স্বৈরাচারী জিএ দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

> "স্বৈরাচার যতই ক্ষমতা আর জাঁকজমকের মহড়া দিক না কেন, যখন শোষিত মানুষ এক হয়ে উঠোনে নামে, তখন ক্ষমতার মুকুট ধুলোয় লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।"

জিএ-এর পতনের পর পরিবারের সাধারণ মানুষ বাপ মরা এতিম মেয়ে হিসেবে ফেদুকে গভীর সহানুভূতি দেখাল। সাধারণের সেই দয়া ও অনুকম্পার জোরে ফেদুর হাতে পরিবারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হলো। ফেদু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এই ভেবে যে, পিতার সাম্রাজ্য অবশেষে তাঁর দখলে ফিরে এসেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সহানুভূতির সুযোগ ও ক্ষমতার রশি টানাটানি

❖

দায়িত্ব পাওয়ার পর ফেদুর আসল রূপ প্রকাশ পেতে খুব বেশি সময় লাগল না। তাঁর আচরণে পিতার সেই পুরনো কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। পরিবারের অন্যদের মতামতের কোনো মূল্য না দিয়ে তিনি নিজের সুবিধাজনক কিছু তোষামোদকারীকে নিয়ে নিজস্ব বলয় তৈরি করলেন। বিশেষ করে পরিবারের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের (হুজুরদের) বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে নিজের পক্ষে টানলেন, কিন্তু ক্ষমতা পাকাপোক্ত হওয়ার পর তাদের সাথে করা প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গেলেন।

ফেদুর এই দ্বিচারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে পরিবারের সদস্যরা বিকল্প খুঁজতে লাগল। পরবর্তী সময়ে পরিবারের সার্বিক সমর্থন চলে গেল স্বামীহারা ফেলানির দিকে। ফেলানি সরল ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব দিয়ে পরিবারের হাল ধরলেন এবং সুনাম ও শৃঙ্খলার সাথে সংসার পরিচালনা করতে লাগলেন।

কিন্তু ফেদু পরাজয় মেনে নেওয়ার পাত্রী ছিলেন না। পিতার মতো তাঁর রক্তেও মিশে ছিল ক্ষমতার একচ্ছত্র মোহ—যেটিকে পরিবারের প্রবীণরা আখ্যা দিতেন ‘ক্ষমতার আদিম রোগ’। ফেলানির শাসনামলে তিনি পদে পদে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে লাগলেন। ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড আর আন্দোলনের নামে পরিবারের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত করাই হয়ে উঠল তাঁর প্রধান কৌশল।

কূটকৌশলের জাল: ফেদু বুঝতে পেরেছিলেন, নিয়মতান্ত্রিক পথে ফেলানিকে হটানো কঠিন। তাই তিনি গোপনে এক জটিল ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করলেন এবং পরিবারের বাইরের শক্তি ও অনির্বাচিত তৃতীয় পক্ষকে ডেকে আনার পথ প্রশস্ত করলেন।

পারিবারিক অসন্তোষ চরমে পৌঁছালে ফেদুর সৃষ্ট সংকটের অজুহাতে পুরো সংসার আবারও এক চরম অচলাবস্থার মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তৃতীয় পক্ষের ছায়া ও পেছনের দরজার ষড়যন্ত্র

❖

পরিবারের রক্তক্ষয়ী সংঘাত আর অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে একপর্যায়ে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করল এক অনির্বাচিত তৃতীয় পক্ষ। তারা সংস্কারের নামে পরিবারের প্রধান দুই নেত্রী—ফেদু ও ফেলানি উভয়কেই পরিবারের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করল।

কিন্তু ফেদু ছিলেন ঘোরতর বাস্তববাদী চক্রান্তকারী। তিনি দেখলেন, এই অচলাবস্থায় টিকে থাকতে হলে নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে তৃতীয় পক্ষের চালকদের সাথে আপস করতে হবে। তিনি গোপনে তাদের আশ্বস্ত করলেন—যদি তাঁকে ক্ষমতায় বসানো হয়, তবে তিনি তাদের যাবতীয় কৃতকর্মের বৈধতা দেবেন এবং কারও বিচার করবেন না।

একইসাথে ফেদু আবারও হাত বাড়ালেন পুরনো প্রতিবেশী মদন দাসের দিকে। মদন দাস তো এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। সে তৃতীয় পক্ষকে নানাভাবে প্রভাবিত করল যাতে ফেদুর হাতেই পরিবারের চাবি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বদলে ফেদু মদন দাসকে পরিবারের পথঘাট, সম্পদ ও বাণিজ্যের সমস্ত সুযোগ উন্মুক্ত করে দেওয়ার গোপন চুক্তি করলেন।

> "পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার চুক্তি সবসময়ই পরাধীনতার চুক্তি। যে অভিভাবক নিজের পরিবারের বদলে বাইরের প্রতিবেশীর দয়ায় গদিতে বসেন, তিনি কখনো পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারেন না।"

অবশেষে ষড়যন্ত্র সফল হলো। একটি সাজানো ও নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফেদুকে পুনরায় পরিবারের মসনদে বসিয়ে দেওয়া হলো। আর মসনদে বসেই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—যে ভুল অতীতে হয়েছে, তা আর হতে দেওয়া হবে না; ক্ষমতা তিনি আর কখনোই কারও হাতে ছেড়ে দেবেন না।

সপ্তম অধ্যায়

কর্তৃত্ববাদের পূর্ণগ্রাস ও ‘জেনেটিক চুলকানি’

❖

পুনরায় গদিতে বসে ফেদু যে রূপ ধারণ করলেন, তা অতীতের সমস্ত স্বৈরাচারকে ম্লান করে দিল। তিনি এক এক করে পরিবারের গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতিটি স্তম্ভ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন। প্রথম আঘাতটি এলো পরিবারের ধর্মীয় ব্যক্তি ও বিরোধীদের ওপর। পুরনো ক্ষোভের প্রতিশোধ নিতে তিনি একের পর এক বিরোধী কণ্ঠকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে স্তব্ধ করে দিলেন।

পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভোট হয়ে উঠল এক চরম প্রহসন। কখনো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষমতা দখল, কখনো রাতের আঁধারে বাক্স ভর্তি করা, আবার কখনো নিজ দলের অনুগতদের ডামি বানিয়ে ভোটের নামে নাটক মঞ্চস্থ করা হলো। পরিবারের সিন্দুক ও অর্থভাণ্ডার লুট করে বাইরে পাচার করার অবাধ সুযোগ দেওয়া হলো তাঁর তোষামোদকারী লুটেরা বলয়কে। পরিবারের প্রতিটি দপ্তর, সালিশ-বৈঠক এবং নিরাপত্তার প্রতিটি পদে বসানো হলো ফেদু ও মদন দাসের অন্ধ অনুগতদের।

প্রতিবেশী মদন দাসের প্রতি ফেদুর আনুগত্য ছিল সীমাহীন। পরিবারের সীমানা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো, সম্পদের অবাধ সুবিধা দেওয়া হলো, এমনকি পানির ন্যায্য হিস্যা ছাড়াই মদনের প্রতিটি আবদার হাসিমুখে মেনে নেওয়া হলো। কেউ এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই তাকে ‘আয়নাঘর’ নামক এক অন্ধকার কুঠুরিতে বছরের পর বছর গুম করে রাখা হতো।

> "পিতার মতোই আমরণ ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার এই তীব্র অন্ধ মোহকে পরিবারের অতিষ্ঠ মানুষ নাম দিয়েছিল ‘জেনেটিক চুলকানি’। লোকে বলাবলি করত—ওরা যেখানেই যায়, সেখানেই ক্ষমতা পেতে চুলকায়; হাত না পৌঁছালে কাঠি দিয়ে চুলকায়!"

ফেদু নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে এবং অপরাজেয় ভাবতে শুরু করলেন। তাঁর মুখের প্রতিটি ব্যঙ্গাত্মক কথা এবং দাম্ভিক হাসি পরিবারের তরুণ প্রজন্মকে প্রতিনিয়ত ক্ষুব্ধ ও অপমানিত করছিল।

অষ্টম অধ্যায়

রক্তে ভেজা জুলাই ও জাগ্রত ছাত্র-জনতা

❖

গ্রীষ্মের এক উত্তপ্ত প্রহর। দীর্ঘ দেড় দশকের জমাটবদ্ধ ক্ষোভ, অবহেলা আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে পরিবারের তরুণ শিক্ষার্থী ও সদস্যরা এক শান্তিপূর্ণ অধিকারের দাবিতে আঙিনায় নামল। তাদের দাবি ছিল অতি সাধারণ—পরিবারে মেধার মূল্যায়ন করতে হবে, বৈষম্য দূর করতে হবে। কিন্তু অহংকারী ফেদু এই দাবিকে তাচ্ছিল্য করলেন এবং এক সভায় পরিবারের তরুণদের চরম অবমাননাকর ভাষায় কটাক্ষ করলেন।

সেই অপমান দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। অহিংস প্রতিবাদ রূপ নিল আত্মমর্যাদার মহা সংগ্রামে। ফেদু তাঁর অনুগত পেটোয়া বাহিনী ও হেলমেটধারীদের লেলিয়ে দিলেন পরিবারের তরুণদের ওপর। কিন্তু পারিবারিক আঙিনার রাজপথে বুক চিতিয়ে দু'হাত প্রসারিত করে বুলেটের সামনে নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে গেল পরিবারের এক অকুতোভয় তরুণ সদস্য—**আবু সাঈদ**। বুলেটের আঘাতে তাঁর আত্মাহুতি গোটা পরিবারকে নাড়া দিল। এরপর একে একে মুগ্ধ, ফাইয়াজসহ পরিবারের শত শত তরুণের রক্তে রঞ্জিত হলো উঠোন।

গুলি চালিয়েও যখন ক্ষোভের আগুন নেভানো গেল না, ফেদু যোগাযোগ বন্ধ করলেন, কড়া অবরোধ জারি করলেন, আকাশ থেকেও দমনপীড়ন চালানো হলো। কিন্তু রক্তের প্রতিটি ফোঁটা সাধারণ মানুষের ভয়ের দেয়াল ভেঙে দিল। মায়েরা সন্তানের পাশে দাঁড়ালেন, খেটে খাওয়া মানুষ যোগ দিলেন, দূরের আত্মীয়রাও আওয়াজ তুললেন। অধিকারের দাবি এক দফায় পরিণত হলো—স্বৈরাচারের নিঃশর্ত বিদায়।

শহীদের ডাক: "পানি লাগবে কারো, পানি?"—মুগ্ধের এই শেষ আকুতি হয়ে উঠল প্রতিরোধের অমর ধ্বনি। ভয়কে জয় করে পরিবারের লাখো কোটি মানুষ নেমে এলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

রক্তস্নাত জুলাইয়ের দিনগুলো পার হয়ে ক্যালেন্ডার তখন এসে দাঁড়াল আগস্টের শুরুতে। পতনের ঘণ্টা তখন স্পষ্ট বেজে উঠেছে।

নবম অধ্যায়

৫ই আগস্ট: মহাবিপ্লব ও লজ্জাজনক পলায়ন

❖

অবশেষে এলো সেই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ—**৫ই আগস্ট**। চতুর্দিক থেকে লাখো-কোটি ছাত্র-জনতার উত্তাল জনস্রোত পারিবারিক সদর প্রাসাদ ও মূল আঙিনার দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জনসমুদ্র ভেসে চলল বিজয়ের প্রত্যয়ে।

ঐতিহাসিক পতনের দৃশ্যপট

প্রাসাদের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ভেতরে বসে তখনো অহংকারের দম্ভ দেখাচ্ছিলেন ফেদু। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নির্দেশ দিচ্ছিলেন জনতার বুকে আঘাত হানতে। কিন্তু নিরাপত্তার প্রহরীরা সাফ জানিয়ে দিল—জনতার এই মহাসমুদ্রের সামনে দাঁড়ানো অসম্ভব। সময় ফুরিয়ে এসেছে, হাতে আছে মাত্র ৪৫ মিনিট!

অপ্রতিরোধ্য গণজোয়ারের প্রচণ্ড গর্জনে ফেদুর দীর্ঘদিনের সাজানো ক্ষমতার দম্ভ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। চরম লাঞ্ছনা ও পরাজয় মেনে, একটি সাধারণ পদত্যাগপত্রে সই করে ছোট বোন রেদুকে নিয়ে তড়িঘড়ি একটি সামরিক হেলিকপ্টারে উঠলেন। ফেলে গেলেন তাঁর অনুগত চাটুকার ও সহযোগীদের। সমস্ত অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে গোপনে প্রতিবেশী মদন দাসের আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়ে কোনোমতে প্রাণ বাঁচালেন এই ইতিহাসের মূল খলনায়ক।

মুহূর্তের মধ্যে বিজয়ী পরিবার ও ছাত্র-জনতা প্রাসাদে প্রবেশ করল। যে প্রাসাদে এতদিন সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল নিষিদ্ধ, সেখানে ঢুকে সাধারণ মানুষ আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠল। দীর্ঘ দেড় দশকের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে এক নতুন মুক্তির স্বাদ পেল গোটা পরিবার।

উপসংহার

ইতিহাসের চরম শিক্ষা ও মুক্তির নবপ্রভাত

❖

৫ই আগস্টের এই গণঅভ্যুত্থান কেবল একজন স্বৈরাচারের পতন নয়; এটি ছিল এক নতুন যুগের সূচনা। যে ‘জেনেটিক চুলকানি’ বা আজীবন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার অন্ধ মোহ একসময় অপরাজেয় মনে হয়েছিল, জনতার সম্মিলিত শক্তির সামনে তা এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

প্রতিবেশী মদন দাসের আশ্রয়ে পালিয়ে থাকা সেই খলনায়কের পরিণতি আজ পৃথিবীর প্রতিটি শাসকের জন্য এক জলজ্যান্ত সতর্কবার্তা। কোনো চক্রান্ত, কোনো বাহ্যিক প্রভু কিংবা কোনো অস্ত্রই একজন গণবিচ্ছিন্ন শাসককে রক্ষা করতে পারে না, যখন আপামর মানুষ তাদের আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাগ্রত হয়।

রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই নতুন আঙিনায় আজ সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচারের জয়গান। শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি; তাঁদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে রচিত হয়েছে শৃঙ্খলমুক্ত এক নতুন ভোরের মহাকাব্য।

❖ সমাপনী বার্তা ❖

"স্বৈরাচার পালিয়ে যায়, কিন্তু ইতিহাস থেকে যায়।
জনগণের শক্তির চেয়ে বড় কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই—
৫ই আগস্ট চিরকাল বিশ্বকে এই সত্যই স্মরণ করিয়ে দেবে।"